International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
UGC Approved Journal (SL NO. 2800)
Volume-III, Issue-VI, May 2017, Page No. 50-55
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com

ভারতীয় দর্শনে ভ্রম সম্পর্কিত মতবাদ : একটি পর্যালোচনা

দয়াময় মাজী
সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract

In Indian philosophy, valid knowledge is called pramā and its karaṇa is pramāṇa. Though there is difference regarding the number of pramāṇa in different schools of Indian philosophy, but they all agree about the authenticity of pratyakṣa pramāṇa. Now the question is, is pratyakṣa always considered to be valid or is there an illusion behind our pratyakṣa? We are well aware about the fact that in some cases our perception is may be illusory. In that case, we consider that perception as erroneous. Therefore, it is clear that in Indian philosophical discourses both of them have achieved an important niche. This discourse on erroneous perception is known as 'khyātivāda' in Indian philosophy. Generally in Indian philosophy we use the term 'khyāti' to mean fame. But the term 'khyāti' has a special connotation in Indian philosophical literature that is knowledge. Udyotkara too in his 'Nyāyavārttika' has understood the term 'khyāti' to mean knowledge. Gadādhar Bhattachayra has described 'asatkhyāti' as 'khyātirjñānam'. We also find the same sense of 'khyāti' in Yoga darśana. In context of Indian philosophy if we want to understand the term 'khyātivāda' properly we should look in to its etymological meaning at first. This term is a combination of two terms viz. 'khyāti' and 'vāda'. By the term 'khyāti' we understand proper knowledge and 'vāda' is meant discussion. In this paper I shall try to brief sketch on different doctrines of 'khyātivāda' and their justification.

Keyword: khyātivāda, akhyāti, asatkhyāt, ātmakhyāti, anyathākhyāti, anirvacanīyakhyāti.

ভারতীয় দর্শনে যথার্থ জ্ঞানকে বলা হয় প্রমা এবং প্রমার করণকে বলা হয় প্রমাণ। এই প্রমাণের সংখ্যা বিষয়ে বিভিন্ন ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়ের মধ্যে মতবিরোধ থাকলেও প্রত্যক্ষকে প্রমাণরূপে সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেছেন। এখন প্রশ্ন হল প্রত্যক্ষ কি সর্বত্রই যথার্থ হয় না কি প্রত্যক্ষেও ভ্রান্তি থাকে? এবিষয়ে আমরা সকলেই ওয়াকিবহাল যে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষেও আমরা ভ্রান্তি লক্ষ করে থাকি। সেক্ষেত্রে ঐ প্রত্যক্ষকে আমরা বলি ভ্রম প্রত্যক্ষ বা ভ্রান্ত প্রত্যক্ষ। সুতরাং একথা স্পষ্ট যে, ভারতীয় দর্শনে যথার্থ প্রত্যক্ষের পাশাপাশি ভ্রম প্রত্যক্ষের আলোচনাও বিশেষ গুরুত্ব অর্জন করে আছে। এই ভ্রম প্রত্যক্ষ সম্বন্ধীয় আলোচনা ভারতীয় দর্শনে 'খ্যাতিবাদ' নামে প্রসিদ্ধ। সাধারণত 'খ্যাতি' শব্দটি যশ অর্থের বোধক। কিন্তু 'খ্যাতি' শব্দটি এরূপ অর্থে ভারতীয় দর্শনে গৃহীত হয়নি। 'খ্যাতি' শব্দের অর্থ জ্ঞান মাত্র। উদ্যোতকরও তাঁর 'ন্যায়বার্ত্তিক'-এ জ্ঞান অর্থেই 'খ্যাতি' শব্দটির প্রয়োগ করেছেন। গদাধর ভট্টাচার্য 'অসৎখ্যাতি' শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন 'খ্যাতির্জ্ঞানম্'। যোগ দর্শনেও যথার্থ জ্ঞান

অর্থেই খ্যাতি শব্দের প্রয়োগ হয়েছে। তবে 'খ্যাতিবাদ'-এ 'খ্যাতি' বলতে বোঝায় ভ্রমীয় বিষয়ের প্রতীতিকে। আর 'বাদ' শব্দের অর্থ হল বিচার। অর্থাৎ যে মতবাদ ভ্রম জ্ঞানের বা ভ্রমীয় বিষয়ের স্বরূপ নিয়ে আলোচনা করে তাকে বলা হয় খ্যাতিবাদ। ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন শাখায় নানাবিধ খ্যাতিবাদ ব্যবস্থিত আছে। এগুলোর মধ্যে আপাত বিরোধ থাকলেও প্রত্যেকটি খ্যাতিবাদ নিজ দর্শনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। পরমত খণ্ডন পূর্বক স্বমত স্থাপন হল ভারতীয় দর্শনের একটি রীতি। তাই ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন শাখায় অন্য খ্যাতিবাদ খণ্ডন করে নিজ খ্যাতিবাদ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ভারতীয় দর্শনে খ্যাতিবাদ পাঁচপ্রকার - এরূপ প্রসিদ্ধি আছে। এগুলি হল – অখ্যাতি, অসৎখ্যাতি, আত্মখ্যাতি, অন্যথাখ্যাতি ও অনির্বচনিয়খ্যাতি। এগুলি খ্যাতিপঞ্চক নামেও খ্যাত। কিন্তু এই পাঁচপ্রকার খ্যাতির অতিরিক্ত কোন খ্যাতি আছে কি না? যদি থাকে সেই খ্যাতিগুলি কি কি? ইত্যাদি বিষয় এই নিবন্ধের আলোচনায় স্থান পাবে।

খ্যাতিবাদের যে পাঁচটি রকমের কথা বলা হয়েছে সেই পাঁচ প্রকার খ্যাতিবাদ নিয়ে বিদ্বজ্জনের মধ্যে একটি শ্লোক প্রচলিত আছে –

"আত্মখ্যাতিরসৎখ্যাতিরখ্যাতিঃ খ্যাতিরন্যথা।
তথাহনির্বচনীয়খ্যাতিরিত্যেতৎ খ্যাতিপঞ্চকম্।।"

অর্থাৎ আত্মখ্যাতি, অসৎখায়তি, অখ্যাতি, অন্যথাখ্যাতি ও অনির্বচনীয়খ্যাতি নামে খ্যাতি পাঁচ প্রকার এরূপ কথিত আছে বিভিন্ন ভারতীয় দর্শনের আকরগ্রন্থে। এগুলির মধ্যে কোনও খ্যাতিবাদে ভ্রান্তিজ্ঞান কোনও খ্যাতিবাদে ভ্রমীয় বিষয়ের আধিবিদ্যক স্বরূপ এবং কোনও খ্যাতিবাদে ভ্রান্ত ব্যবহার বিশ্লেষিত হয়েছে। যোগাচার বৌদ্ধগণ আত্মখ্যাতিবাদে আন্তর ক্ষণিক বিজ্ঞানের সত্যতা উপপাদন করেছেন। নাগার্জুন প্রমুখ প্রাচীন মাধ্যমিক বৌদ্ধগণ অসৎখ্যাতিবাদে দৃশ্যমান জগতের স্বভাবশূণ্যতা প্রদর্শনের মাধ্যমে পারমার্থিক শূণ্যতাকে একমাত্র সত্য বস্তু রূপে স্থাপন করেছেন। অদ্বৈতবেদান্তীগণ অনির্বচনীয় খ্যাতিবাদের দ্বারা জগত প্রপঞ্চের আধিবিদ্যক স্বরূপ ব্যাখ্যা করে অদ্বৈততত্ত্ব প্রতিপাদন করেছেন। নব্য মাধ্যমিকগণ অসৎখ্যাতিবাদে দৃশ্যমান বস্তুর অসত্তা দেখিয়েছেন। ভাট্ট ও নৈয়ায়িকগণ অন্যথাখ্যাতিবাদে অন্যত্র সত্য বস্তুর অন্য ধর্ম পুরস্কারে প্রতীতি ব্যাখ্যা করেছেন। দ্বৈতবাদী ন্যায়ামৃতকার ব্যাসতীর্থ মাধ্ব সম্মত অসৎখ্যাতিবাদকে একপ্রকার অভিনব খ্যাতিবাদ বলেছেন। অদ্বৈতবেদান্তীগণ অনির্বচনীয় খ্যাতিবাদী নামে পরিচিত হলেও তাঁরা পরোক্ষ ভ্রমস্থলে অন্যথাখ্যাতি মানেন। লক্ষণীয় যে, সকল খ্যাতিবাদী দার্শনিক কোন না কোনভাবে অন্যথাখ্যাতি সমর্থন করেন।

খ্যাতিবাদ সম্পর্কিত এসব আলোচনা আরও স্পষ্টভাবে ফুটে উঠবে নিম্নের বিভিন্ন সম্প্রদায় স্বীকৃত বিভিন্ন খ্যাতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্লেষণের মাধ্যমে-

অখ্যাতিবাদ: ভারতীয় দর্শনে যতগুলি মতবাদ প্রচলিত তারমধ্যে গুরু প্রভাকর মীমাংসক সম্প্রদায় স্বীকৃত অখ্যাতিবাদ একটি অভিনব মতবাদ। প্রভাকর সম্প্রদায় ভ্রমকে অপ্রমা বলেন না। বস্তুত প্রভাকরের মতে অপ্রমা বলে কিছু হয়না। তাঁদের মতে জ্ঞান মাত্রই অব্যভিচারী তথা প্রমা। একমাত্র প্রভাকর ছাড়া আর অন্য কোন সম্প্রদায় এরকম উদ্রেককারী কথা বলেন না। কেননা অপরাপর সম্প্রদায়গুলি বিপর্যয় তথা ভ্রম জ্ঞানকে অপ্রমা বলে গণ্য করেছেন। তাঁরা সকলেই প্রমা ও অপ্রমা দুই প্রকার জ্ঞানে বিশ্বাস করেন এবং এও বিশ্বাস করেন যে অবস্থা বিশেষে জ্ঞান প্রমা হয় আবার প্রতিকূল অবস্থায় ভ্রান্ত হয়। কিন্তু অপ্রমাজ্ঞান হয় না এমন কথা কেও বলেন না। বরং সেই অপ্রমার বিষয় সৎ, না কি অসৎ, না কি সদসৎ সেই বিষয়ে অবতীর্ণ হয়। প্রভাকরের মতে জ্ঞান হবে স্ববিষয়ক, নির্বিষয়ক জ্ঞান সম্ভব নয়। প্রভাকরের মতে জ্ঞানের কাজ হল বিষয়কে প্রকাশ করা, তবে জ্ঞান শুধু বিষয়কে প্রকাশ করে না, নিজেকে প্রকাশ করে, স্বাশ্রয় আত্মাকে প্রকাশ করে এবং জ্ঞানের প্রামাণ্যকেও প্রকাশ করে। ফলে জ্ঞানে যেটি প্রতিভাসিত হয় সেটি প্রমা হতে বাধ্য। শালিকনাথ মিশ্র তাঁর 'প্রকরণপঞ্চিকা' গ্রন্থে বলেছেন, জ্ঞান অযথার্থ হলে সকল জ্ঞানের প্রামাণ্যে সংশয় দেখা দেবে। তাহলে প্রশ্ন হওয়া স্বাভাবিক ভ্রম বলতে কি বোঝায়? প্রভাকরের উত্তর,

ভ্রম হল দুটি ভিন্ন জ্ঞানের মধ্যে ভেদক জ্ঞানের অগ্রহ বা খ্যাতি অভাব। প্রভাকর ভ্রমের ক্ষেত্রে নখ্যাতি বা অখ্যাতির কথা বলেন বলে এই মতবাদ ভারতীয় দর্শনে অখ্যাতিবাদ নামে পরিচিত। প্রভাকরের মতে ভ্রম কোন একটি বিশিষ্টজ্ঞান নয়। আমরা মনে করি একটি জ্ঞান, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়। ভ্রমে সর্বত্রই দুটি জ্ঞান থাকে এবং জ্ঞান দুটির বিষয়ও ভিন্ন ভিন্ন হয়। প্রভাকরের মতে এক বস্তুতে অবভাসিত অন্য বস্তুধর্মের আরোপ যেমন সম্ভব নয় তেমনি এক বস্তুতে অন্য বস্তুরূপে অবভাস বা ভানও হতে পারে না। এই মতে শুক্তি কখনো রজতরূপে প্রতিভাসিত হতে পারে না। কেননা রজতরূপে শুক্তির সত্তা আকাশকুসুমের মতো অসৎ। আর যে পদার্থ যেরূপে অসৎ সেই পদার্থ কখনও সেইরূপে প্রতীতির বিষয় হতে পারে না। সুতরাং মানতে হয় শুক্তিতে যখন রজত জ্ঞান হয় তখন রজতই প্রতিভাসিত হয়। তাই এই জ্ঞানকে যথার্থই বলা উচিত। কেননা জ্ঞান যেহেতু বিষয় ব্যভিচারী হতে পারে না সেহেতু শুক্তিতে রজত জ্ঞানও অযথার্থ হতে পারে না।

কিন্তু তাহলে শুক্তিতে রজতজ্ঞান কেন ভ্রমজ্ঞান রূপে বিবেচিত হয়? প্রভাকরের মতে এর কারণ হল শুক্তিতে রজত, রজ্জুতে সর্প এধরণের জ্ঞানগুলিতে দুটি যথার্থ জ্ঞানের ভেদ গৃহীত হয় না, তাই এই জাতীয় জ্ঞান ভ্রমরূপে বিবেচিত হয়। গুরু প্রভাকরের মতে শুক্তিকে অবলম্বন করে যখন 'ইদম্ রজতম' (এটি রজত) এই আকারের জ্ঞান হয় তা আসলে একটি জ্ঞান নয় দুটি পৃথক জ্ঞান। একটি হল ইদং পদবাচ্য শুক্তির প্রত্যক্ষ জ্ঞান এবং অন্যটি রজত বিষয়ক স্মৃতিজ্ঞান। দুটি জ্ঞান অব্যবধানে উৎপন্ন হওয়ায় এবং দোষের কারণে জ্ঞান দুটির ভেদ না হওয়ায় ঐ দুটি জ্ঞানকে একটি জ্ঞান বলে মনে হয় আমাদের। ইদং পদবাচ্য যে শুক্তি তার সঙ্গে চক্ষুর সংযোগের ফলে ইদন্ত বিশেষরূপে তার প্রত্যক্ষ হয়। দোষ বশত শুক্তিবিশিষ্ট রূপে ঐ শুক্তির প্রত্যক্ষ হয় না। কিন্তু রজতের শুক্লত্যাদি দৃশ্যমান যে ধর্মের দর্শন হয় তার সঙ্গে রজতের ধর্মের সাদৃশ্য থাকায় পূর্বানুভূত রজতের এবং পূর্বানুভূত রজতের স্মৃতি এই দুটি জ্ঞানই অব্যবধানে উৎপন্ন হওয়ার ফলে জ্ঞাতা ঐ জ্ঞান দুটির মধ্যে ভেদ বুঝতে ব্যর্থ হন। আর তাই ইদং রজতম্ এইভাবে একটি বিশিষ্টজ্ঞানরূপ ঐ দুটি জ্ঞানকে ব্যবহার করেন। দুটি জ্ঞানের ভেদ বুঝতে ব্যর্থ হওয়ার জন্য জ্ঞাতা দুটি জ্ঞানের বিষয়গত ভেদকেউ বুঝতে ব্যর্থ হন আর এই ব্যর্থতার জন্যই তিনি রজত লাভের আশায় সম্মুখস্থ বস্তুকে গ্রহণে প্রবৃত্ত হন। লক্ষ্য করার বিষয় ভ্রমে যে দুটি জ্ঞান থাকে সে দুটি একই জাতীয় হতে পারে আবার ভিন্ন জাতীয়ও হতে পারে। যেমন লাল জবাফুল ও শুভ্র স্ফটিক পাশাপাশি রাখলে স্ফটিকটি লাল দেখায়। এখানে লাল রং ও স্ফটিক দুটোই প্রত্যক্ষজ্ঞান। দুটো ভিন্ন জ্ঞান হলেও একজাতীয় জ্ঞান। কিন্তু যখন শুক্তিতে রজত দেখি তখন শুক্তির জ্ঞানটি প্রত্যক্ষ জ্ঞান এবং রজতের জ্ঞানটি স্মৃতিজ্ঞান। জবাফুল ও স্ফটিক পরস্পরের খুব কাছে থাকে বলে জবার লাল রংটা স্ফটিকে সঞ্চারিত হয় বা আরোপিত হয়। আর সেজন্যই স্ফটিকটি লাল দেখায়। প্রভাকর মিশ্র 'বৃহতী' টীকায় ভ্রমের অনুসন্ধানকল্পে পাঁচ প্রকার কল্পনার কথা বলেছেন। ভেদের অগ্রহ, কেবল স্বরূপের জ্ঞান, ভেদের অনুসন্ধান, অভিন্ন বস্তুর অন্য বিষয়ের সঙ্গে সাদৃশ্যের অনুসন্ধান এবং ভেদের অনুসন্ধানের অভাব হতে সাদৃশ্যের অনবধারণ – এই পাঁচ প্রকার কল্পনা হতে ভ্রম জন্মায়।

বিপরীত খ্যাতিবাদ: ভ্রম সম্বন্ধীয় প্রভাকরের অখ্যাতিবাদের সমালোচনা করেছেন কুমারিল ভাট্ট ও নৈয়ায়িক সম্প্রদায়। কুমারিল ভট্টের ব্যাখ্যা প্রভাকরের ব্যাখ্যা থেকে অনেকখানি আলাদা। ভাট্টের অনুগামীরা ভ্রম সম্বন্ধীয় যে মত সমর্থন করেন তা হল বিপরীত খ্যাতিবাদ। কুমারিল সকল জ্ঞানের প্রমাত্ব স্বীকার করেন না। তাঁদের মতে সকল জ্ঞানকে প্রমা বললে অনুভবের অপলাপ হয়। আবার কুমারিল ভ্রমজ্ঞানকে দুটি পৃথক জ্ঞান বলেও মনে করেন না। ভাট্টমতে ভ্রমজ্ঞান একটিই জ্ঞান এবং তা বিশিষ্ট জ্ঞান তবে ঐ বিশিষ্ট জ্ঞানের বিশেষ্যকে যে ধর্ম বিশেষ বিশিষ্ট সেই ধর্ম প্রকারক রূপে তার জ্ঞান না হয়ে অন্য বা বিপরীত ধর্মরূপে জ্ঞান হয়। যেমন রজ্জু হল রজ্জুত্ব ধর্মবিশিষ্ট এবং সর্প হল সর্পত্ব ধর্মবিশিষ্ট। রজ্জুতে সর্প ভ্রমের ক্ষেত্রে রজ্জুত্ব বিশিষ্টরূপে রজ্জুর জ্ঞান না হয়ে রজ্জুত্বের বিপরীত যে সর্পত্ব সেই সর্পত্ব প্রকারকরূপে জ্ঞান হয়। কুমারিলের এই মতবাদকে বলা হয় বিপরীত খ্যাতিবাদ। কুমারিলের ভ্রম সম্বন্ধীয় ব্যাখ্যা অনেকখানি নৈয়ায়িকদের মত। তাঁর মতে যখন রজ্জুতে 'ইদং সর্পম্' এরূপ জ্ঞান হয় তখন ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে রজ্জুর সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়ার ফলে রজ্জু বিষয়ে একটি সামান্য জ্ঞান উৎপন্ন হয়। কিন্তু রজ্জুত্ব বিশিষ্টরূপে তার জ্ঞান

হয় না। ফলে বিশিষ্ট জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা থেকেই যায়। এমতাবস্থায় সর্পের সঙ্গে রজ্জুর সাদৃশ্যের কারণে সর্পের স্মৃতি উৎপন্ন হয় এবং ইদং পদবাচ্য রজ্জুতে সর্পত্ব আরোপিত হয়। তবে নৈয়ায়িকদের মতো কুমারিল ভ্রমের ক্ষেত্রে কোনরূপ অলৌকিক সন্নিকর্ষ স্বীকার করেন না। প্রভাকরের মতে ভ্রম নিশ্চয়ের পর পূর্বজ্ঞানের বাধ হয় না, কেবল ব্যবহারের বাধ হয়। কিন্তু কুমারিল ও নৈয়ায়িকমতে ভ্রম নিশ্চয়ের পর পূর্বজ্ঞানের বাধ হয়।

অন্যথাখ্যাতিবাদ: ভ্রম সম্বন্ধীয় নৈয়ায়িক সম্প্রদায় স্বীকৃত মতবাদ অন্যথাখ্যাতিবাদ নামে পরিচিত। তবে ভাট্ট সম্প্রদায় অন্যথাখ্যাতিবাদ ও নৈয়ায়িক সম্প্রদায় বিপরীতখ্যাতিবাদ স্বীকার করে এরূপ প্রচলিত ছিল। বস্তুত অন্যথাখ্যাতিবাদ ও বিপরীতখ্যাতিবাদের মধ্যে তেমন কোন মতপার্থক্য নেই। এজন্য নব্যনৈয়ায়িকগণ বিপরীতখ্যাতির অন্যথাখ্যাতি নামটি গ্রহণ করেছেন। সকল নৈয়ায়িকগণই অন্যথাখ্যাতিবাদ সমর্থন করেন। ভাট্ট সম্প্রদায়ও বিপরীতখ্যাতিকে অন্যথাখ্যাতি বলেছেন। তাঁদের মতে বিপরীতখ্যাতি মাত্রই অন্যথাখ্যাতি; কিন্তু সকল অন্যথাখ্যাতি বিপরীতখ্যাতি নয়। ভাট্টমতে অন্যথাখ্যাতি দুপ্রকার – মিথ্যাজ্ঞান ও অভাবজ্ঞান। মিথ্যাজ্ঞানে যেমন একটি ভাববস্তু অন্যভাবে জ্ঞানের বিষয় হয় তেমনি অভাবজ্ঞানেও অন্যত্র সদ্‌বস্তু অন্যভাবে জ্ঞানের বিষয় হয়। ন্যায়সূত্রকার মহর্ষি গৌতম ভ্রমজ্ঞানকে মিথ্যাজ্ঞান বলেছেন। তাৎপর্য টীকাকারের মতে ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন মিথ্যাজ্ঞান বলতে বিপরীতখ্যাতিকেই বুঝিয়েছেন। মিথ্যাজ্ঞান হল অন্য প্রকারে অবস্থিত বস্তুকে অন্যরূপে জানা। কাজেই প্রাচীন মতে মিথ্যাজ্ঞান বলতে অন্যথাখ্যাতিকে বোঝানো হয়েছে। নব্যগণও এই মত সমর্থন করেন। নব্যমতে অযথার্থ অনুভবের অন্তর্গত বিপর্যয়কেই ভ্রমজ্ঞান বা মিথ্যাজ্ঞান বোঝায়। ভ্রমজ্ঞানে বিশেষ্যটি অন্যবস্তুর ধর্মের দ্বারা বিশিষ্ট হয়ে প্রতীয়মান হয় বলে ভ্রমকে অন্যথাখ্যাতি বলে। অন্যথাখ্যাতিবাদী প্রাচীন ও নব্য নৈয়ায়িকগণের মতে ভ্রমের অধিষ্ঠান ও আরোপ্য বিষয় দুই-ই সত্যবস্তু। সকল নৈয়ায়িকগণই কেবল ধর্মাংশেই ভ্রম স্বীকার করেন, ধর্মীর অংশে নয়। অন্যথাখ্যাতিবাদী নৈয়ায়িকগণকে সৎখ্যাতিবাদীও বলা হয়। তাঁদের মতে অধিষ্ঠান ও আরোপ্যবস্তু দুই-ই সত্যবস্তু। তবে প্রাচীন নৈয়ায়িকগণ ভ্রমে লৌকিক প্রত্যক্ষ স্বীকার করলেও নব্য নৈয়ায়িকগণ কিন্তু ভ্রমে দূরস্থ বা ব্যবহিত সত্য রজতের লৌকিক প্রত্যক্ষ স্বীকার করেন না। তাঁদের মতে প্রথমে চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বারা লৌকিক সন্নিকর্ষের ফলে শুক্তিকার লৌকিক প্রত্যক্ষ হয়। এরপর শুক্তিকার সাথে রজতের সাদৃশ্যবশত রজতের সংস্কার উদ্বুদ্ধ হয়ে রজতের স্মৃতি হয়। ঐ স্মৃতিজ্ঞানকে জ্ঞানলক্ষণ সন্নিকর্ষ ধরে স্মৃতিজ্ঞানের বিষয় দূরস্থ বা ব্যবহিত সত্য রজতের অলৌকিক চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয়।

অনির্বচনীয় খ্যাতিবাদ: ভ্রম সম্বন্ধীয় অদ্বৈতবেদান্তীর মতবাদ অনির্বচনীয় খ্যাতিবাদ নামে পরিচিত। অনির্বচনীয় খ্যাতিবাদী বেদান্তীগণ অখ্যাতিবাদী প্রভাকরের এবং অন্যথাখ্যাতিবাদী নৈয়ায়িকদের বিরুদ্ধে মত পোষণ করেন। অদ্বৈতবাদী বেদান্ত মতে ভ্রমজ্ঞান একটি বিশিষ্টজ্ঞান। এব্যাপারে তাঁরা নৈয়ায়িকদের সঙ্গে একমত। প্রভাকর মতে জ্ঞানভেদাগ্রহ ও বিষয়ভেদাগ্রহ এই দু-রকম ভেদের জ্ঞানাভাবই হল ভ্রম, ভ্রম আসলে অভাবাত্মক। বেদান্তীগণ এই মতের বিরোধিতা করে বলেন ভ্রম ভাবাত্মক অনুভব। 'ইদম্ রজতম্' এই সদর্থক বাক্যই বুঝিয়ে দেয় যে ভ্রম সদর্থক, নঞর্থক নয়। অদ্বৈত মতে ভ্রম অভাবাত্মক হলে রজতার্থীর রজত লাভে প্রবৃত্তির ব্যাখ্যা হয় না। নৈয়ায়িকদের অন্যথাখ্যাতির বিরুদ্ধেও এঁরা বলেন অন্যথাখ্যাতিবাদ বাস্তবের অনুসারী নয়। অনেক ক্ষেত্রেই অদ্বৈতবেদান্তীগণ নৈয়ায়িকদের সঙ্গে একমত হলেও নৈয়ায়িকদের রজতের প্রত্যক্ষের উপপাদনতা ঠিক বলে মনে হয়নি। এঁদের মতে জ্ঞানলক্ষণ সন্নিকর্ষ ও জ্ঞানলক্ষণ প্রত্যক্ষ স্বীকার করা যায় না। কারণ তাতে অনুমানের উচ্ছেদ হয়। অদ্বৈতবেদান্তীগণ বলেন রজত অলৌকিক প্রত্যক্ষের বিষয়ও হতে পারে না। রজতটি অন্যত্র বর্তমান কিংবা অতীত কালীন রজত নয়, ভ্রান্তজ্ঞানের পর জ্ঞাতা 'এইক্ষণে' এবং 'এখানে' বর্তমান রজতে প্রবৃত্ত হয়। তাঁরা বলেন ভ্রমের অধিকরণেই এখন রজতটি বর্তমান এই সহজ কথাটা স্বীকার করতেই হবে। অথচ এই রজত যে পরে বাধিত হচ্ছে তাও স্বীকার করা ছাড়া উপায় নেই। রজতটি অসৎ হতে পারবে না, কেননা যা সৎ তার সৎ রূপে উপলব্ধি ও পরে তার নিবারণ হতে পারে না। অতএব অদ্বৈতবেদান্তী মতে ভ্রমের বিষয় সৎ নয় আবার অসৎও নয়। এঁদের মতে

যা সৎ তা কখনও বাধিত হয় না। একমাত্র ব্রহ্মই সৎ। ভ্রমজ্ঞান মাত্রই মিথ্যা; তা সৎ-অসৎ বিলক্ষণ সেইজন্য তা অনির্বচনীয়।

আত্মখ্যাতিবাদ: যোগাচার বৌদ্ধগণ আত্মখ্যাতিবাদের পৃষ্ঠপোষক। তবে সৌতান্ত্রিক ও বৈভাসিক বৌদ্ধগণও আত্মখ্যাতিবাদ সমর্থন করেন। বৌদ্ধমতে স্বলক্ষণ বস্তুর সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষের ফলে ইন্দ্রিয়ে বিষয়ের যে প্রথম উপস্থিতি ঘটে তাকে প্রত্যক্ষ বলে। বৌদ্ধমতে প্রত্যক্ষজ্ঞান অভ্রান্ত। বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধগণের মতে বিজ্ঞান দু-প্রকার – আলয়বিজ্ঞান ও প্রবৃত্তিবিজ্ঞান। এই দুইপ্রকার বিজ্ঞানই ক্ষণিক। ক্ষণিক আলয়বিজ্ঞান ও প্রবৃত্তিবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়ে পরক্ষণে বিনষ্ট হয়। যোগাচার মতে উৎপত্তিক্ষণ হল বিজ্ঞানের স্থিতিক্ষণ। তবে তাঁরা দু-প্রকার বিজ্ঞানেরই ধারা মানেন। অহমাকার ও ঘটাকার বিজ্ঞান বিনষ্ট হলে তৎসদৃশ আরেকটি বিজ্ঞান জন্মায়। এভাবে পূর্ব আলয়বিজ্ঞানের সদৃশ আলয়বিজ্ঞান পরক্ষণগুলিতে ক্রমশ উৎপন্ন হতে থাকায় আত্মাকে লোকে স্থায়ী বলে বোঝে। তুল্যভাবে ক্ষণিক ঘটাকার প্রবৃত্তিবিজ্ঞানের সদৃশ ঘটাকার জ্ঞানধারা চলতে থাকায় অনেকক্ষণ একটি ঘটের অস্তিত্ব আমাদের কাছে প্রতিভাত হয়। জ্ঞানের ধারা ভিন্ন হলেও তা একটি বলেই মনে হয়। কিন্তু যে অর্থ যেরূপ বা জ্ঞানের যা স্বাকার সেরূপে যা স্ফুরিত হয় না বরং যা পররূপে অর্থাৎ বাহ্য সাধারণরূপে প্রতীতি হয় তাকে ভ্রান্তি বলে।যোগাচার মতে আন্তর স্বাকার বিজ্ঞান বাহ্যধর্ম বিশিষ্টরূপে প্রতীত হয় বলে একে আত্মখ্যাতি বলে। বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধগণ ভ্রান্তিজ্ঞানের বিষয়কে অবস্তু বলেন। এঁদের মতে শুক্তিতে 'ইদং রজতম্' এরূপ প্রতীতি যেমন ভ্রম তেমনি শুক্তিতে 'ইয়ম্ শুক্তিকা' এরূপ জ্ঞানও ভ্রম। 'ইয়ম্ শুক্তিকা' এই জ্ঞানের স্থলে শুক্তিকার আন্তর্বিজ্ঞানের আন্তর ধর্মে বাহ্যতারূপ ইদন্তার আরোপ হয়। সেই জন্য শুক্তিকা বাইরে আছে এরূপ জ্ঞান হয়।

অসৎখ্যাতিবাদ: শূণ্যবাদী মাধ্যমিক বৌদ্ধগণ ভ্রমকে অসৎখ্যাতি বলেন। নাগার্জুন 'মূলমধ্যমককারিকা' গ্রন্থে শূণ্যতাকে একমাত্র সত্য বলেছেন। তার মতে প্রতীয়মান বস্তুগুলি ব্যবহারিক সত্য। এদের কোন তাত্ত্বিক উৎপত্তি নেই। শুক্তিকা, রজত, ঘট, পট প্রভৃতি বস্তুর কল্পনাকে মাধ্যমিকগণের দর্শনকে 'সংবৃতি' বলা হয়। 'সংবৃতি' শব্দের অর্থ আবরণ। তাই আবৃত সত্যকে সাংবৃত সত্য বা সাংবৃতিক সত্য বলে। ব্যবহারিক দশায় প্রতীয়মান বস্তুগুলো সদ্‌বস্তু হলেও পারমার্থিক দৃষ্টিতে মাধ্যমিক বৌদ্ধগণ একে অসৎখ্যাতি বলে থাকেন। সত্য বলে প্রতীয়মান দৃশ্য বিষয়ের কোন অস্তিত্ব নেই, একথা যখন তত্ত্বার্থী অনুভব করে তখন কল্পনাপ্রসূত প্রপঞ্চের উপশম ঘটে। শূণ্যতাই প্রতিষ্ঠিত হলে তত্ত্বার্থী উপলব্ধি করেন, প্রতীয়মান সব কিছু মনের কল্পনা। কাজেই প্রাচীন মাধ্যমিক শূণ্যবাদী বৌদ্ধগণের মতে শূণ্যতার উপলব্ধি হল প্রপঞ্চের নিবৃত্তি-নির্বাণের উপলব্ধি। প্রাচীন শূণ্যবাদীরা বলেন সাংবৃতিক সত্যতা ব্যবহারিক বস্তুগুলোর স্বভাব নয়। একে 'স্বভাবশূণ্যতা' বলে। তাই এগুলো অসৎ। চতুষ্কোটিবিনির্মুক্ত পরম সত্য শূণ্যতাতে সাংবৃতিক সত্য বা অসতের প্রতীতি হয়। নাগার্জুন একে অসৎখ্যাতি বলেন। বস্তুত তাঁর সম্মত অসৎখ্যাতিকে শূণ্যে অসতের অর্থাৎ স্বভাবশূণ্যের খ্যাতি বলা হয়।

সুতরাং এতাবৎ আলোচনায় যে সমস্ত খ্যাতিবাদের কথা বলা হয়েছে তাঁরা প্রত্যেকেই ভ্রমজ্ঞানকে খ্যাতিজ্ঞান বলে বর্ণনা করেছেন, যদিও এবিষয়ে সকলেই একমত নন। বিভিন্ন সম্প্রদায় বিভিন্ন খ্যাতিবাদের কথা বলেছেন। যদিও ভারতীয় দর্শনের বেশিরভাগ গ্রন্থেই এই সমস্ত খ্যাতিবাদগুলিই প্রসিদ্ধ তথাপি এগুলি ছাড়াও কিছু খ্যাতি রয়েছে, যেমন নির্বিষয়খ্যাতি, নিরধিষ্ঠানখ্যাতি, ভোজরাজের অলৌকিকখ্যাতি, প্রসিদ্ধার্থখ্যাতি, বৈয়াকরণ ও সাংখ্যগণের সদসৎখ্যাতি, রামানুজের সৎখ্যাতি, প্রভাকরের বিবেকখ্যাতি, অচিন্ত্যখ্যাতি, অভিনবান্যথাখ্যাতি প্রভৃতি। সুতরাং খ্যাতি পঞ্চবিধ একথা বলা সমীচীন হবে না। বরং সৎখ্যাতি, অসৎখ্যাতি, সদসৎখ্যাতি ও অনির্বচনীয়খ্যাতি এই চার প্রকার খ্যাতির বিভাগ স্বীকার করলে এদের কোন না কোন একটিতে অন্তর্ভাব সম্ভব। সৎখ্যাতিবাদীরা বলেন, ভ্রমের অধিষ্ঠান যেমন সত্য, তেমনি ভ্রমের বিষয়টিও সত্য, অসৎখ্যাতিবাদীদের মতে ভ্রমের বিষয়টি অসৎ বা অলীক। সদসৎখ্যাতি অনুযায়ী ভ্রমের বিষয়টি কোনও অংশে সৎ কোনও অংশে অসৎ, আর

অনির্বচনীয়খ্যাতিবাদীদের মতে ভ্রমের বিষয়টি সৎ নয়, অসৎ নয়, সদসৎ নয় এই ত্রিতয়বিলক্ষণ। যৌক্তিক বিচারে এই চার প্রকারখ্যাতিবাদী অধিক গ্রহণযোগ্য।

গ্রন্থপঞ্জী:

১. তত্ত্বচিন্তামণি, গঙ্গেশ উপাধ্যায় (অনু.) ব্রহ্মচারী মেধাচৈতন্য, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, ১৪১৬.
২. ন্যায়কুসুমাঞ্জলি, উদয়নাচার্য (অনু.) শ্রীমোহন ভট্টাচার্য, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা.
৩. ন্যায়সূত্র, মহর্ষি গৌতম (অনু.) তারানাথ ন্যায়তর্কতীর্থ ও অমরেন্দ্রমোহন তর্কতীর্থ, মুন্সীরাম মনোহরলাল, নিউ দিল্লী, ১৯৮৫.
৪. ভারতীয় ষড়দর্শন শাস্ত্র, চন্দ্রকান্ত তর্কালংকার, শিবপ্রসাদ দাসগুপ্ত (সম্পাদক), অনন্তলাল ঠাকুর (প্রস্তাবনা),সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, ২০০১.
৫. তর্কসংগ্রহ, অন্নম্ভট্ট, (অনু.) নারায়ণ চন্দ্র গৌস্বামী, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, ১৪১৩.
৬. পাতঞ্জল দর্শন, (অনু.) কালীবর বেদান্তবাগীশ, অশোক কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদক), শ্রী বলরাম প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০৪.
৭. সাংখ্য দর্শনের বিবরণ, বিধুভূষণ ভট্টাচার্য, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা, ১৯৮৪.
৮. অদ্বৈতবেদান্তে জ্ঞান, মিনতি কর, আদিত্যময়, কলকাতা, ১৯৮৮.
৯. খ্যাতিবাদের দিগ্‌দর্শন, মৃদুলা ভট্টাচার্য, মহাবোধী বুক এজেন্সী, কলকাতা, ২০১৫.
১০. জ্ঞানতত্ত্ব ও অধিবিদ্যা, বিশ্বনাথ সেন, ব্যানার্জ্জী পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০৫.
১১. ভারতীয় দর্শন কোষ (সাংখ্য ও পাতঞ্জল দর্শন), শ্রীমোহন ভট্টাচার্য ও শ্রী দীনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য, সংস্কৃত কলেজ, কলকাতা, ১৩৮৪.
১২. ভারতীয় দর্শন কোশ, (বেদান্ত), শ্রীমোহন ভট্টাচার্য ও শ্রী দীনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য, সংস্কৃত কলেজ, কলকাতা, ১৩৮৮.
১৩. ভারতীয় দর্শন কোশ, (ন্যায়-বৈশেষিক দর্শন), শ্রীমোহন ভট্টাচার্য ও শ্রী দীনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য, সংস্কৃত কলেজ, কলকাতা.